দৈনিক ইত্তেফাক

৪২

তারিখ 10 MAR 1989
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে এরশাদ

এই যাত্রা জাতির সামাজিক ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করিবে

প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল (বৃহস্পতিবার) খুলনার ৫ কিলোমিটার দূরে গোয়ালমারীতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বলেন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে যাত্রা শুরু হইল, উহা আগামী দিনে জাতির জন্য শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করিবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তরই স্থাপন করিলাম না, আমরা মান

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 Mar 1989
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল খুলনার গোয়ালমারীতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

বতার একটি মিলনক্ষেত্র স্থাপন করিলাম। আমাদের নবযাত্রা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিবে এবং এই লক্ষ্য অর্জনের দায়িত্ব সম্মিলিতভাবে সকলের।

বাসস জানায়, শত শত স্বতস্ফূর্ত মানুষের উপস্থিতিতে এবং তাঁহাদের স্বাগত শ্লোগানের মধ্য দিয়া প্রেসিডেন্ট এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি কামনা করিয়া মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও উপ-প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম ও যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এইচ এম এ গফফারও বক্তৃতা করেন। ধর্মবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নাজীমউদ্দিন আল আজাদ, তথা প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ দিদার বখ্‌ত, হুইপ মুফতি মওলানা ওয়াক্কাস, স্থানীয় এরিয়া কমাণ্ডার মেজর জেনারেল আর এম গোলাম মোক্তাদির এবং সংসদ সদস্যগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষে খুলনার জনগণকে অভিনন্দন জানান। তিনি অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতির জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রেসিডেণ্ট বলেন, তাঁহার সরকার যে রাজনৈতিক ধারার সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা জাতিকে দিক নির্দেশনা দিবে এই ধারা দেশের রাজনৈতিক পরিচয়কে শক্তিশালী করিবে। বিশ্বে একটি শক্তিশালী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা যোগাইবে। প্রেসিডেন্ট তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৮ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা উল্লেখ করেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি সকল সময় শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এ কারণে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১৯৮২-৮৩ অর্থবছরে শিক্ষা খাতের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৮৫ কোটি টাকা। উহা ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ১১ শত ৫৬ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তিনি বলেন, গত ৭ বছরে ৯১টি কলেজ ও ১৪৪টি স্কুল সরকারীকরণ করা হইয়াছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতিকে শিক্ষিত জাতি হিসাবে পরিচিত করানো এবং সমাজ হইতে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি ক্ষমতায় আসার পর হইতে জনগণের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করিয়াছেন। ফলে আমরা অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হইয়াছি এবং বহির্বিশ্বে শক্তিশালী জাতি হিসাবে পরিচিত হইয়াছি। প্রেসিডেন্ট বলেন, ইহা একতা ও দৃঢ়তার জন্য সম্ভব হইয়াছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যতে আরও সাফল্য অর্জনের জন্য এই ধারা অব্যাহত থাকিবে। তিনি ঘোষণা দেন যে, রূপসা সেতু নির্মাণ করা হইবে। তিনি সকল গণমুখী কর্মসূচীতে জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, রূপসা সেতু মঙ্গলা বন্দরের তৎপরতায় সহায়ক হইবে। এই সেতু এলাকার অগ্রগতিতে নূতন ধারা সংযোজন করিবে।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদ শুধু শিক্ষার উন্নয়নই করেন নাই। তিনি শিক্ষকদের সমাজের সঠিকস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কাজী জাফর বলেন, গত ৭ বছর উন্নয়নের স্বর্ণযুগ।

এ সময় প্রেসিডেন্ট এরশাদ দেশে-বিদেশে প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনি কথার রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। তিনি তাঁহার কাজের জন্য জনগণের মনে বাঁচিয়া থাকিবেন। শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, যথাশীঘ্র সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হইবে। তিনি বলেন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন দেশের ইতিহাসে একটি নয়া অধ্যায়ের সূচনা। ইহা শিক্ষাবিস্তারে প্রেসিডেন্ট এরশাদের আন্তরিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রায় শত একর জায়গার মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, বিজ্ঞান অনুষদ ও বাণিজ্য অনুষদ থাকিবে।